সূচিপত্র

অধ্যায়	গল্পের নাম	পৃষ্ঠা
১.মুসআবের হাদীস শেখা	নিয়ত	৪
	সালাম	৭
	রাগ	১২
	বোবা প্রাণী	১৬
	হাদিয়া	২০
	অনুশীলন	২৩
২.ইয়াসা ও তার বন্ধুরা	মুসলিমের হক	২৫
	বাদ্যযন্ত্র	২৯
	সদাকা	৩২
	পথ দেখানো	৩৭
	সকল মুসলিম ভাই-ভাই	৪০
	অনুশীলন	৪৬
	আঁকাআঁকি	৪৮

৩.তালহা যখন হাদীস শেখে	পুরস্কার	৫১
	রহমতের ফেরেশতা	৫৪
	আত্মীয়তার সম্পর্ক	৫৭
	দুআ	৬০
	অনুশীলন	৬৬
৪.কুরআনের পাখিদের গল্প	পবিত্রতা	৬৮
	খাওয়ার আদব	৭২
	রাস্তার একটি হক	৭৬
	কুরআনের শিক্ষক	৮০
	নিরাশা	৮৩
	অনুশীলন	৮৬
৫.গল্পগুলো আয়েশার	ঝগড়া	৮৮
	মা হলেন সবার সেরা	৯২
	অহংকার	৯৬
	বাবার সন্তুষ্টি	১০০
	মিথ্যা	১০৪
	অনুশীলন	১১১

অধ্যায় ১
মুসআবের হাদীস শেখা

নিয়ত

মুসআব মাদরাসায় নতুন ভর্তি হয়েছে। প্রতিদিন মাদরাসা থেকে ফিরলে মা জানতে চান সে সারাদিন কী করেছে? কোনো ভালো কাজ করেছে কি? নতুন কী শিখেছে?... এসব।

মুসআব মায়ের উত্তরে সারাদিন কী করেছে—সব খুলে বলে।

প্রতিদিনের মতো আজকেও ঘুমানোর প্রস্তুতি সেরে, দাঁত মেজে বিছানায় গিয়েছে মুসআব। সুবোধ ছেলের মতো সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুয়ে পড়াতে মা মুসআবকে আদর করে দেন। মায়ের আদর পেয়ে নিজ থেকেই মুসআব বলে,

'জানো মা, আজকে আমি একটি ভালো কাজ করেছি।'

মা জানতে চাইলেন, 'কী করেছ, বাবা?'

মুসআব উত্তর দেয়,

'আজকে আমি ওজু করার পর ওজুর পানি মুছে আমার গামছাটা মেলে দিয়েছি। ওখানে অন্য দুজন ভাইয়ার গামছাও ছিল। তখন ওগুলোও পাশাপাশি সুন্দর করে মেলে দিয়েছি। ওদের গামছাগুলো ভেজা ছিল। ভালোমতো মেলানো ছিল না। আমি ভালো কাজ করেছি না, মা?'

মা অনেক খুশি হলেন। খুশি হয়ে আবারও আদর করে দিলেন ছেলেকে।

বললেন, 'হ্যাঁ, বাবা। তুমি অনেক ভালো কাজ করেছ। মাশাআল্লাহ। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। তুমি যে ভালো কাজটি করলে, কেউ হয়তো দেখেনি। তবে আল্লাহ তাআলা কিন্তু দেখেছেন। আর তিনি জানেন, তুমি কেন কাজটি করেছ। তুমি যদি ভালো নিয়তেই কাজটি করো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে তার বিনিময় দেবেন।

কেন-না হাদীস থেকে আমরা জানি যে,

> "সকল কাজের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভর করে।" [১]

মানে, আমরা যা-ই করি না কেন, সেটা যত ছোট কাজই হোক না কেন, সেটার পুরস্কার নির্ভর করবে কাজটির "নিয়তের" ওপর।'

মুসআব জিজ্ঞেস করল, 'মা, "নিয়ত" কী?'

মা বলেন, 'ভালো প্রশ্ন করেছ, মাশাআল্লাহ।

সাধারণভাবে নিয়ত অর্থ 'মনের ইচ্ছে'। তবে নিয়ত মানে 'কাজের উদ্দেশ্য'-কেও বোঝায়। কোনো কাজের উদ্দেশ্য কী বা কী কারণে কাজটি করা হবে, সেটা হচ্ছে কাজটির "নিয়ত"।

আরও সহজভাবে বললে, "নিয়ত" মানে হলো, কোনো কাজ করার আগে চিন্তা করা—আমি কেন কাজটি করছি? কাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে কাজটি করছি? যদি তা আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে তোমার নিয়ত সঠিক।

তাহলে এখন বলো তো দেখি, কোনো কাজের উদ্দেশ্যটা কেমন হবে?

সেটা কি মানুষকে দেখানোর জন্য? মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য?

নাকি আল্লাহ তাআলার জন্য?'

মুসআব বলে, 'আল্লাহ তাআলার জন্য, মা।'

'হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, ঠিক বলেছ! আমরা যা-ই করি না কেন, সেই কাজের উদ্দেশ্য যেন হয় কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

জানো বাবা, আমরা যা কিছু করি না কেন, তা যদি কেবল মানুষকে দেখানোর জন্য হয়, মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে সেই কাজের কোনো মূল্য নেই। মহান আল্লাহ সেসব কাজে খুশি হন না। আবার সেসব কাজ কবুলও করেন না। আর তেমন কাজের জন্য আখিরাতে কোনো পুরস্কার নেই।'

মুসআব জানতে চায়, 'সেই কাজটি ভালো কাজ হলেও আল্লাহ খুশি হবেন না?'

মা একটু হেসে বলেন,

'শোনো, বাবা। আল্লাহ খুশি হবেন তখন, যখন সেই ভালো কাজটির নিয়ত বা উদ্দেশ্যও হবে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই সন্তুষ্ট করা।'

মুসআব মাথা দুলিয়ে বলে, 'আচ্ছা, এবার বুঝেছি আলহামদুলিল্লাহ। কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা ভালো কাজগুলোই আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। আর এর বিনিময়ে আমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। তা-ই না, মা?'

'হ্যাঁ, বাবা। তা-ই। এজন্য আমরা সব সময় প্রত্যেকটি কাজ মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই করব।

কারণ আমরা জেনেছি যে, সকল কাজের প্রতিদান...'

এ পর্যন্ত বলে মা তাকালেন ছেলের দিকে।

মুসআব মাকে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলে, 'সকল কাজের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভর করে।'

মা খুশি হয়ে আদর করে দিলেন ছেলের কপালে।

১. সহিহ বুখারি, ইফা : ১

সালাম

মায়ের কাছে গল্প শুনতে কার না পছন্দ! সবার মতো মুসআবও সেটা খুব পছন্দ করে আলহামদুলিল্লাহ।

অন্য সব গল্পের মাঝে মায়ের ছোটবেলার সব কাহিনি আর নানুকে নিয়ে করা গল্পগুলোতে অনেক আগ্রহ তার।

আজকেও মুসআব মায়ের মুখে নানুর গল্প শুনতে চাচ্ছিল।

মুসআব মায়ের কাছে শুনেছে, তার নানু দ্বীন মেনে জীবন যাপন করার জন্য অনেক চেষ্টা করতেন।

নানুর অনেক ভালো গুণের মাঝে একটি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি চেনা-অচেনা সব মানুষকে দেখা হলেই সালাম দিতেন। আর সবার আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করতেন।

ছোটবেলায় মা নাকি ঠিক বুঝতে পারতেন না, তার বাবা কেন সবাইকে সালাম দেন!

রাস্তা দিয়ে যত লোক হেঁটে যায়, তিনি কি সবাইকেই চিনেন?

পরে বড় হয়ে মা বুঝেছেন যে, এটাই ইসলামের নিয়ম। এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে দেখা হলে প্রথমেই সালাম দেবে।

মা বললেন, 'আমাদের বাসায় কেউ বেড়াতে আসলে আমরা তাকে সালাম দিতাম। এমনকি তোমার নানু বাইরে থেকে বাসার দরজায় আসলেই আমরা তাকে সালাম দিতে ছুটে যেতাম। বলতে পারো একরকম প্রতিযোগিতা করতাম, কার আগে কে সালাম দেবে!

এই সালাম নিয়ে একদিন একটি মজার ঘটনা ঘটে!'

মুসআব খুব আগ্রহ নিয়ে তাকায় মায়ের দিকে।

মা বলতে থাকেন,

‘প্রায়ই আমাদের ঘরে মেহমান আসত, আলহামদুলিল্লাহ।

সেদিনও আমাদের বাড়িতে অনেক মেহমান ছিল। আমরা তখন বাড়ির উঠোনে খেলছিলাম। হঠাৎ সদর দরজায় তোমার নানুর সাইকেলের আওয়াজ। সবাই মিলে দে ছুট, কার আগে কে সালাম দেবে!

আমাদের এক খালাতো বোন ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে :

“খালু, ওয়া আলাইকুমুস সালাম!”’

এটা শুনে মুসআব হো হো করে হেসে ফেলে। হাসতে হাসতে বলে, ‘আসসালামু আলাইকুম না বলে সালামের উত্তর দিয়ে ফেলেছে। হা হা হা...’

মাও হাসলেন তার সাথে।

একটু পর মুসআব তাকিয়ে দেখে, মায়ের চোখে পানি চিকচিক করছে। কিছু না বলে মাকে জড়িয়ে ধরে সে।

মা চোখ মুছে বলেন, ‘জানো, তোমার নানু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব ভালোবাসতেন। সবকিছুতেই তিনি নবিজির সাথে নিজের জীবনের মিল খোঁজার চেষ্টা করতেন।

তিনিও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ইয়াতিম ছিলেন। শৈশবে তার বাবা এবং মাকে হারিয়েছিলেন। বড় হয়েছিলেন তার এক খালার কাছে।

জীবনের শেষ সময়ে তিনি অনেক অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার চেষ্টা করতেন তিনি। নিয়মিত অর্থ-সহ কুরআন পড়তেন। সব সময় মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন তোমার নানু।’

মুসআব মন খারাপ করে বলে,
'মা, আমি তো নানুকে কখনো দেখিনি! আমি যদি জান্নাতে যেতে পারি, তাহলে কি নানুর সাথে দেখা হবে আমার?'
মা একটু হাসার চেষ্টা করেন। বলেন,
'যদি আল্লাহ তাআলা তোমার নানু আর তোমাকে জান্নাতবাসী হিসেবে কবুল করেন, তাহলে তো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।'
এই কথা শুনে খুব খুশি হয় মুসআব।
একটু চুপ থেকে মুসআবের মা আবার বলেন,
'ছোটবেলায় তোমার মতো আমিও খুব গল্প শুনতে পছন্দ করতাম। ছোটদেরকে তোমার নানু অনেক মজা করে গল্প বলতেন। বিভিন্ন শিক্ষণীয় গল্পের সাথে হাদীসের গল্পও শোনাতেন। এখন বুঝি যে, তিনি আসলে হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী চলতেও চেষ্টা করতেন। তাই হয়তো তিনি সালামের বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিতেন, আলহামদুলিল্লাহ।'
মা এবার মুসআবের দিকে তাকিয়ে বলেন,
'শোনো মুসআব! আমি খেয়াল করেছি, তুমি কাউকে সালাম দিতে অনেক লজ্জা পাও!
এটা ঠিক না, বাবা। সালাম দিতে কোনো লজ্জা নেই।
শুধু চেনা মানুষ না, অচেনা মুসলিমকেও সালাম দেয়ার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। কারণ হাদীসে সালাম প্রচারের বিষয়টিকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের মাঝে সালাম ছড়িয়ে দাও।" [১]

আর হাদীস অনুযায়ী "সবচেয়ে ভালো কাজগুলোর একটি হলো, চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।" [২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন, "তোমরা বেশি করে সালাম বিনিময় করো বা সালাম দাও, তাহলে সহজে জান্নাতে যেতে পারবে।"' [৩]

মা একটু থামেন। একটু ভেবে আবার বলেন, 'মুসআব, তুমি কি সালামের সম্পূর্ণ অর্থটা জানো?'

'জি, মা। আমাদের উসতায শিখিয়েছেন সেদিন। সালাম অর্থ হলো শান্তি।

আসসালামু আলাইকুম অর্থ হলো
"আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

কী চমৎকার অর্থ, তা-ই না মা?'

'মাশাআল্লাহ! হ্যাঁ, বাবা। সালামের অর্থ অনেক চমৎকার। আর কেউ যখন কাউকে সালাম দেয়, তখন কিন্তু সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। উত্তর দেয়া ওয়াজিব মানে হলো, যাকে সালাম দেয়া হয়েছে, সে ইচ্ছে করে উত্তর না দিলে তার গুনাহ হবে।

সালাম নিয়ে আসলে অনেক হাদীস আছে। এতগুলো হাদীসের কথা বললে হয়তো তোমার মনে রাখতে কষ্ট হবে। তবে আর একটি সুন্দর হাদীস বলি তোমাকে, যেটা আমাদের সবারই জানা দরকার।

হাদীসে বলা হয়েছে,

"কেউ যদি 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দেয়, সে দশ নেকি পায়। যে সালামের সাথে 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' যোগ করে, সে বিশ নেকি পায়। আর যে 'ওয়া বারকাতুহ' বলে পুরো সালাম দেয়, সে ত্রিশ নেকি পায়!" [৪]

তাহলে হাদীস অনুযায়ী পুরো সালাম হলো,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ
যার অর্থ হলো,
"আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক।"

দেখেছ, সালাম কত সুন্দর একটি দুআ!
তুমি কি তাহলে এখন পুরো সালামের উত্তর কী হবে বলতে পারবে?'
মুসআব উত্তর দেয়, 'জি, মা। পুরো সালামের উত্তর হবে,

“ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।”
যার অর্থ হবে, “আপনার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক।”’
‘মাশাআল্লাহ মুসআব! চমৎকার! তাহলে আমরা এখন থেকে পুরো সালাম দেবো। আর সালামের পুরো উত্তর দেয়ার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা বেশি নেকি পাব ইনশাআল্লাহ।
তুমিও এখন থেকে তা-ই করবে বাবা, ঠিক আছে?’
‘জি, মা। চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ!’ হাই তুলতে তুলতে উত্তর দেয় মুসআব।
মুসআবের মা ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন,
‘আচ্ছা, এখন ঘুমের দুআ পড়ে ঘুমিয়ে যাও। ফজরে উঠতে হবে, নামাজ পড়ে মাদরাসায় যেতে হবে।’
বিড়বিড় করে ঘুমের দুআ পড়া শেষ হতে না হতেই ঘুমের দেশে হারিয়ে যায় মুসআব।

১. সহিহ মুসলিম, ইফা : ১০০; ২. সহিহ বুখারি : ১২;
৩. জামে তিরমিযি : ২৪৮৫ ; ৪. জামে তিরমিযি : ২৬৮৯

অনুশীলন

১. শব্দার্থ ও টীকা

উঠোন - আঙিনা। বাড়ি বা ঘরের সামনে খোলা জায়গাকে উঠোন বা আঙিনা বলে। সাধারণত গ্রামের বাড়িগুলোতে উঠোন থাকে।

তার ওপর রহমত বর্ষিত হোক - সে রহমতপ্রাপ্ত হোক।

কুমন্ত্রণা - খারাপ বুদ্ধি বা খারাপ পরামর্শকে বোঝায়।

আফওয়ান - মাফ করুন।

পানাহার - পানি পান করা এবং খাবার খাওয়াকে একসাথে পানাহার করা বলা হয়।

জমিন - মাটি, ভূমি, পৃথিবী।

হাদিয়া - উপহার।

দারস - ক্লাস।

জাযাকিল্লাহু খইরন - আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কোনো মেয়েকে বললে আমরা 'জাযাকিল্লাহু খইরন' এবং ছেলে হলে তাকে 'জাযাকাল্লাহু খইরন' বলব। কেউ তোমাকে 'জাযাকাল্লাহু খইরন' বললে 'ওয়া ইয়্যাক' বলবে। যার অর্থ হলো, 'আল্লাহ আপনাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন'।

সদাকায়ে জারিয়া - সেই দান, যে দানের জন্য আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পরেও বান্দাকে সওয়াব দিতে থাকেন।

২. খালিঘরে সঠিক শব্দ/শব্দগুচ্ছ বসিয়ে বাক্যগুলি পূর্ণ করুন

ক. মা মুসআবকে বললেন, কোনো কাজের উদ্দেশ্য যেন হয় কেবলমাত্র ..... সন্তুষ্টি অর্জন করা।

খ. আসসালামু আলাইকুম অর্থ হলো, আপনার ওপর ..... বর্ষিত হোক।

গ. ..... কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজিম পড়তে হয়।

ঘ. মুসআবের বাবা বলেছেন, বোবা পশুদের সাথে আচরণের বেলায় আমাদেরকে ..... ভয় করতে হবে।

ঙ. হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমরা একজন আরেকজনকে..... দাও, তাহলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বেড়ে যাবে।"

৩. সঠিক শব্দ বাছাই করুন

ক. "নিয়ত" বলতে আমরা কী বুঝি?

১) কোনো কাজের উদ্দেশ্য ২) কোনো কাজের ফল
৩) কোনো কাজের সময় ৪) কোনো কাজের জায়গা

খ. হাদীস অনুযায়ী পূর্ণ সালাম দেয়ার মাধ্যমে কতটি নেকি পাওয়া যায়?

১) ১০ ২) ২০
৩) ৩০ ৪) ৪০

গ. 'আফওয়ান' শব্দের অর্থ কী?

১) ধন্যবাদ ২) আলহামদুলিল্লাহ
৩) মাফ করুন ৪) সাবধান

ঘ. রাগ কমানোর দুআ পড়লে আমরা কিসের থেকে রক্ষা পেতে পারি?

১) শয়তানের কুমন্ত্রণা ২) খারাপ স্বপ্ন
৩) আল্লাহর গযব ৪) দুঃখ

ঙ. নিচের কোনটি আল্লাহর আদেশ?

১) বোবা পশুদের অবহেলা করা ২) বোবা পশুদের প্রতি দয়া করা
৩) বোবা পশুদের বেঁধে রাখা ৪) বোবা পশুদের শাস্তি দেয়া

৪. সঠিক/ভুল নির্ণয় করুন

ক. মুসআব ঘুমানোর আগে দাঁত মেজে বিছানায় গিয়েছে।
খ. সালামের উত্তর ইচ্ছাকৃতভাবে না দিলে গুনাহ হয় না।
গ. মুসআবের মা বলেছিলেন, শয়তান আমাদের রাগিয়ে দিয়ে পচা কাজ করায়।
ঘ. 'আফওয়ান' অর্থ হলো 'ধন্যবাদ'।
ঙ. একজন মহিলাকে আযাব দেয়া হয়েছে, কারণ তিনি একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে মেরে ফেলেছিলেন।

৫. প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন

ক. "নিয়ত" বলতে কী বোঝায়?
খ. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের ব্যাপারে আমাদেরকে কী শিক্ষা দিয়েছেন?
গ. রাগ কমানোর জন্য মুসআবের মা তাকে কী করতে বললেন?
ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল সম্পর্কে কী বলেছেন?
ঙ. হাদীসে হাদিয়া দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?